R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
২৯শে মে, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

ষড়যন্ত্রের শিকার হাসপাতালের ষ্টোরকিপার ওষুধপত্র পাচারের অভিযোগে জনতার হাতে প্রহৃত

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২৪ মে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ব্যবহারের উপযোগী স্যালাইন, ওষুধপত্র অব্যবহার্যমালের সঙ্গে পাচারের মিথ্যা অভিযোগে বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্ষিপ্ত জনসাধারণের হাতে ষ্টোরকীপার (ইকুপমেন্টস্) কাশীরাম দাস প্রহৃত হলেন এবং এসডিএমও ডাঃ সঞ্জিত ঘোষ জনতার ক্ষোভের হাত থেকে বাঁচতে ডক্টরস্ রুমে বন্দী অবস্থায় আটক থাকেন। আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে ডাঃ ঘোষ ও কাশীরাম জানান, ঐ দিন বিকালে একটি ট্রাকে (নং WB/570918) সিএমও এইচের আদেশ অনুযায়ী তাঁরা বহরমপুরের জনৈক কনট্রাক্টর সুরিন্দরকে স্যালাইনের খালি বোতল ও পুরোনো কাগজপত্র ইত্যাদিতে প্রায় ১৬ হাজার টাকার মাল বস্তাবন্দী করে নিয়ে যাবার জন্য সেল অর্ডারসহ অফিসের অন্যান্য কাজ করছিলেন। হঠাৎ হাসপাতালে কর্মরত কো-অর্ডিনেশনের কিছু কর্মী এবং সিপিএমের বহিরাগত কিছু সমর্থক এসে ডাঃ ঘোষ এবং শ্রীদাসকে সেলের বৈধ কাগজ-পত্র দেখাতে বলেন। প্রথমে তা দেখাতে অস্বীকার করলেও শ্রীদাস সিএমও এইচের সই করা গভর্ণমেন্ট অর্ডার তাঁদের দেখান। বিক্রির টাকা এবং এসডিএমও-র সই করা সেল অর্ডার কাশীবাবুর কাছ থেকে সিপিএমের সেন্টু মুখার্জী ও চুনী রজক জোরপূর্বক কেড়ে নেন। তাঁদের অভিযোগ ট্রাকে হাসপাতালের ব্যবহার্য মাল পাচার করা হচ্ছে। বাইরে তখন বামফ্রন্টের যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই তাদের পতাকা ট্রাকে ঝুলিয়ে মানুষ জড়ো করতে থাকেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে খবর ছড়িয়ে যায়, হাসপাতালে চোরাই মাল পাচারের সময় ট্রাক সমেত অপরাধীরা ধরা পড়েছে। হাসপাতাল চত্বরে ক্ষিপ্ত জনতার ভীড় বাড়তে থাকে। পুলিশ জনতার চাপে কাশীবাবুকে গ্রেপ্তার করে ট্রাকে বসিয়ে রাখে। হাসপাতালে যথেষ্ট পুলিশের অভাবে উত্তেজিত জনতা ট্রাকের ভিতর বসে থাকা ষ্টোরকীপার কাশীবাবুর উদ্দেশ্যে এলোপাথাড়ি ইঁট ছুড়তে থাকে। ইঁটের আঘাতে কাশীর মুখমণ্ডল, বুক, হাত সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। ট্রাকটির চাকার হাওয়া খুলে দেওয়া হয়। আমাদের প্রতিনিধির সামনেই হাসপাতাল কর্মীরা ও থানার সেকেণ্ড অফিসার বারবার ফোনে থানা থেকে ফোর্স পাঠাতে অনুরোধ জানালেও থানার ওসিসহ সশস্ত্র পুলিশের দেখা মেলে বহু পরে। এরপর জনতার চাপে কাশীবাবুকে শেষ পর্যন্ত কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়। মালভর্তি ট্রাক উৎসুক জনতার দাবী মতো কোন ক্রমে ওসি থানায় এনে এসডিপিও, এসডিও এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীসহ জনতার সামনে প্রতিটি বস্তার মাল মধ্য রাত্রি পর্যন্ত চেক করেও হাসপাতালে ব্যবহারের উপযোগী কোন সামগ্রী পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত ধৃত কাশীবাবুকে ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা এসডিএমও ডাঃ সঞ্জিত ঘোষকে মধ্যরাতে পুলিশ ছেড়ে দেয় ও বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসে। কোন সন্দেহজনক মাল ট্রাকে না পেয়ে এসডিও দেবব্রত পাল অতি উৎসুক জনতা, কো-অর্ডিনেশনের ও সিপিএমের কিছু কর্মীকে থানা চত্বরে মৃদু ধমকও দেন। এসডিপিও স্বপন মাইতি ও এসডিও দেবব্রত পাল ঘটনাটিকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে বর্ণনা করেন এবং এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মিঞাপুর চাল আড়তের রাস্তার বেহাল অবস্থা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ নিত্যদিন সকাল থেকে বেলা ১১/১২ টা পর্যন্ত মিঞাপুর চাল আড়তের সামনের ব্যস্ততম রাস্তাটি চাল ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তার দু'ধার দখল করে চালের পাইকারী ব্যবসা চালান ব্যবসায়ীরা। তার উপর তরকারী বিক্রেতা তো আছেনই। ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে আসা ট্রাক, রিক্সাভ্যানগুলি এলো-পাথারী রাস্তা বেদখল (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এ সপ্তাহের চমক

প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর পদত্যাগ

ভারতীয় জনতা পার্টির মন্ত্রীসভা গত সোমবার ২৭ মে সংসদে আস্থা ভোটের মুখোমুখি হন। দু'দিন বিতর্ক চলার পর প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর জবাবী ভাষণ সমাপ্ত করে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন।

বাসুদেবপুর বাজারে গণপ্রহারে একজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২২ মে সমসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর বাজারে রাজু সেখ ও ওহাব সেখ নামে ঐ এলাকার দুই কুখ্যাত সমাজ বিরোধীর সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সংঘর্ষে রাজু সেখ ঘটনাস্থলে মারা যায়। খবর গত ২০ মে বাসুদেবপুর বাজারে একটি দোকানে সিগারেট নিয়ে দাম না দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজু ও ওহাব সেখের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের ঝামেলা হয়। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৩ সাল ।

ভোটোত্তর—৩

কেন্দ্রে সরকারের কী হাল হইবে তাহা আমাদের বর্তমান নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। নানা জল্পনা-কল্পনা দিল্লীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। দশম লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে অকংগ্রেসী দল অর্থাৎ বিজেপি সরকার গড়িয়াছে। সংখ্যা-গরিষ্ঠতার হিসাবে রাষ্ট্রপতি এই দলকে সরকার গঠনে আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু বিজেপি দলকে লোকসভায় আস্থা ভোট অর্জন করিতে হইবে। ৩১ মে তারিখের মধ্যে বিজেপি দলকে এই কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

ফলতঃ বিজেপি সরকারে আসার পর হইতেই এই দলের পতন ঘটাইবার জন্য অ-বিজেপি দল—কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের নানা তৎপরতা শুরু হইয়া গিয়াছে। ২৭ মে বিজেপি লোকসভার অধিবেশনে আস্থাভোট চাহিয়াছে। এখন প্রশ্ন, আস্থা সম্পর্কে সদস্যেরা প্রথমে আলোচনা এবং পরে ভোটা-ভুটিতে যাইবেন, না, প্রথমেই আস্থাভোটের জন্য ভোটাভুটি হইবে, তাহা লোকসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হইতে পারে। বিজেপি পূর্বে আলোচনা এবং পরে ভোটাভুটি দাবী করিতেছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ শিবির যথা কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট ইহার বিরোধী। তাহারা প্রথমেই ভোট দাবী করিতেছে। আর যত শীঘ্র সম্ভব বিজেপি মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইয়া নূতন সরকার গঠনের জন্য নানা তোড়জোড় চলিতেছে। এই নিবন্ধ প্রকাশিত হইতে না হইতে হয়ত অনেক কিছু ঘটিয়া যাইতে পারে, হয়ত বিজেপি মন্ত্রিসভার পতন ঘটান হইতে পারে।

সুতরাং কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসিবে কোন্ দল, এই প্রশ্ন প্রধানভাবে দেখা দিয়াছে।

এক পক্ষ কালাবধি মুখে যে যাহাই বলুন না কেন, কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করিতে অপর দুই শিবির—কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট সমান আগ্রহী। যুক্তফ্রন্টের আগ্রহ সরাসরি লক্ষণীয় আর কংগ্রেস কিছুটা পরোক্ষ ভূমিকায়। অবশ্যই উভয় শিবিরকেই লোক-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হইবে। কীভাবে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা লইয়াই সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়াছে। যুক্তফ্রন্টের পক্ষ হইতে দেবগোড়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আশা করিতেছেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দলনেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও সম্ভাব্য ঘুঁটি সাজাইতেছেন।

যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া মন্ত্রিসভা গঠন ও শাসনকার্য চালাইতে যেমন পারিবে না, কংগ্রেসও তেমনি তাহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং স্থিতিশীল সরকার গঠন করিতে অপরের সাহায্যের প্রত্যাশী। তবে নরসিমা রাও যেভাবে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে যুক্তফ্রন্টকে কোনও কৌশলে ক্ষমতা-চ্যুত করিয়া কংগ্রেসের ক্ষমতাদখল নিরাঙ্কুশ করিবার প্রয়াস বলিয়া মনে হইতে পারে।

কিন্তু যে বিজেপি দল নির্বাচনে অপর দলগুলির অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহাকে আজ অচ্ছুৎ করা হইয়াছে কংগ্রেস ও যুক্ত-ফ্রন্টের পক্ষ হইতে। অথচ অতীতে বিজেপি-র প্রয়োজন অনেকেরই হইয়াছিল। রাজনীতির আবর্ত এমনই যে, ব্যক্তিস্বার্থ সামগ্রিক স্বার্থকে মুহূর্তে নস্যাৎ করিতে ইতস্ততঃ করে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের কোন্ চিত্র দেখা যাইবে, তাহা অচিরে প্রকাশ পাইবে। আপাতত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কংগ্রেস দলের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া হয়ত ক্ষমতাসীন হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

চাঁই সম্প্রদায়ের ভোট বয়কট প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদে গত ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত 'চাঁই সম্প্রদায় ও সিধোরীর গ্রাম-বাসীরা ভোট বয়কট করলেন' শীর্ষক প্রতি-বেদনটি পাঠ করে স্তম্ভিত হলাম। এটি নিঃসন্দেহে কায়েমী স্বার্থে পরিপুষ্ট, রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তা না হলে যেখানে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের চাঁই অধ্যুষিত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে চাঁই সম্প্রদায় ভোট বয়কট করলেন, সেখানে মাত্র দু-চারটে গ্রামের কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলেন কেন বিশেষ সংবাদদাতা? তা ছাড়া বিশেষ সংবাদদাতা সংবাদে লিখেছেন নিস্তা অঞ্চলের চাঁইদের নেতা অশ্বিনী মণ্ডল নাকি ভোট দিয়েছেন বলে জানা যায়। অশ্বিনী মণ্ডল আদৌ ভোট দেননি।

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল
সভাপতি, মুর্শিদাবাদ জেলা চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি, তালাই, জরুর

গলায় দড়ি বাঁধা মহিলার মৃতদেহ

সাগরদীঘিঃ গত ২১ মে যুগোড় পোপাড়া মধ্যমাঠে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতার বয়স আনুমানিক ২২ বছর।

পঃ বঙ্গে বামফ্রন্টের কেন এই বিপর্যয়

সনৎ ব্যানার্জী: এবারে ভারতের সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে পঃ বঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনও শেষ হলো। ফলাফলের ঘোষণায় বামফ্রন্ট যে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত তা বোঝা যাচ্ছে। সারা রাজ্যে নিজের দখলিত বহু কেন্দ্র বামফ্রন্টের হাত ছাড়া হয়েছে। এর ফলে কিছু কিছু লোকসভা কেন্দ্রও বামের হাতছাড়া হয়েছে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে এই পরাজয়ের ঝড় 'টর্নেডো' হয়ে দেখা দিল। ৭টি বিধানসভার একমাত্র তপশীলী ২টি কেন্দ্র সাগরদীঘি ও খড়গ্রাম ছাড়া বাকী ৫টি কেন্দ্রই দখল করলো কংগ্রেস। এবং লোকসভা কেন্দ্রটিও গেল কংগ্রেসের হাতে। এই বিপর্যয়ের কারণ সম্বন্ধে বাম তথা সিপিএম নেতৃত্ব বলেন—আরএসপির অন্তর্কলহই এবং ফঃ ব্লকের বিরোধীতা তথা বিজেপির পূর্বের তুলনায় কম ভোট প্রাপ্তিই এই বিপর্যয়ের কারণ। আরএসপির একটি অংশ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের নেশায় মেতে 'হাত' চিহ্নে ভোট দেওয়া করিয়েছেন। ফঃ ব্লকও ছায়া ঘোষের বদলা নিতে কংগ্রেসের বাক্সে ভোট দেওয়াই মেতে ছিল। ফরাক্কায় নাকি বিজেপি সম্পূর্ণ কংগ্রেসের হয়ে কোন অজ্ঞাত কারণে কাজ করেছে। কিন্তু যদি এটাই বিপর্যয়ের কারণ হতো তবে তা অবশ্যই সীমাবদ্ধ থাকতো জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে। তা তো হয়নি! সমগ্র রাজ্যেই কংগ্রেস লাভবান হয়েছে কোন নিগূঢ় কারণে। এই কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই প্রতিবেদকের যা মনে হয়েছে সেটা হলো—(১ নং) এই ভোট ওলট-পালটের কারণ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভোটারদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। পরপর বহুদিন ধরে শাসন ক্ষমতায় থাকার কারণে বাম তথা সিপিএমের ধারণা হয়ে যায় তারা যা করবে তাই জনগণ মেনে নেবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা শাসক সুলভ দাম্ভিকতা নিয়ে চলতে আরম্ভ করে। (২ নং) নেতাদের আচার আচরণে বুর্জোয়া মানসিকতা প্রকট হয়ে ওঠে। হঠাৎ তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ও দৈনন্দিন জীবনযাপনে প্রাচুর্য্য দেখা দেওয়ায় জনগণ তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। যদিও তা প্রকাশ করার সাহস কারও হয়নি। সেই ক্ষোভের প্রতিফলনই ঘটেছে ভোট বাক্সের মাধ্যমে। কিন্তু এহ বাহ্য! রাজনৈতিক বিশেষ কারণ না থাকলে বাঘা বাঘা জনপ্রতিনিধিকে এইভাবে ধরাশায়ী করা সম্ভব হতো না। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে যা মনে হয়েছে, ভারতে বিজেপির উত্থান হচ্ছে এ প্রচার ভাজপা বিরোধী সব দলই তুলে ধরে ছিল। এবং এই অশুভ শক্তি (?) রোধ করতে (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘি বাজারে বোমা বিস্ফোরণ

সাগরদীঘি : গত ২১ মে স্থানীয় বাজারে ভীষণ শব্দে এক বোমা ফাটে। রকেট বোমা সন্দেহে লোকে আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। এ ব্যাপারে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

পঃ বঙ্গে বামফ্রন্টের

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস বাম ও বাম জনতা জোট তারস্বরে চিৎকার শুরু করে। তারই ফলে বিজেপিভীতি তথা হিন্দুত্ববাদের ভীতি নাড়া দেয় অহিন্দু মুসলীম সম্প্রদায়কে। সেই সুযোগে পঃ বঙ্গের কংগ্রেস মুসলীম ভোট ব্যাঙ্ক সিপিএম থেকে ভাঙ্গিয়ে নিতে প্রচার চালায় —সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একমাত্র কংগ্রেসই পারে বিজেপিকে রুখতে। কিন্তু বামের সক্রিয় বিরোধীতা কংগ্রেসের গতিরুদ্ধ করে বিজেপির আসার পথ সুগম করেছে। তাই বামের দুর্গে আঘাত হেনে বাম তথা সিপিএমকে দুর্বল করে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করতে না পারলে বিজেপির অগ্রগতি রোখা যাবে না। অপরদিকে বিজেপি বুঝেছিল পঃ বঙ্গে বাম শক্তির অগ্রগতি যে কোন প্রকারে রুখে দিতে পারলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাম প্রভাব রোখা যাবে। তাতে বাম ও বাম জনতা জোটকে আটকিয়ে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করে বিজেপি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শক্তিমান হয়ে দেখা দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু সেটা করতে গেলে পঃ বঙ্গে বাম দুর্গে আঘাত হানতে হবে। কিন্তু সে শক্তি তাদের আদৌ নেই। সে শক্তি কংগ্রেসেরও নেই। তবে তারা যদি কংগ্রেসকে গোপন মদত দিতে পারে, তবে তাদের ভোট ব্যাঙ্কের সহায়তায় বামের শক্তি হ্রাস করে কংগ্রেসকে বহুগুণে জয়ী করে দিতে পারে। তাতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লোকসভায় কংগ্রেস যত আসনই পাক তা এমন কিছু ভয়াবহ হবে না। কিন্তু বাম দুর্গে ঘা পড়ায় বাম তথা সিপিএম নিজেদের ও নিজ দুর্গ রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তেমন সক্রিয় ভূমিকা নিতে সাহস পাবে না। এই চিন্তাতেই তারা (বিজেপি) পঃ বঙ্গে তাদের যেটুকু শক্তি তা নিয়ে গোপন মদত দিয়েছে কংগ্রেসকে। আর মুসলীম ভোটাররা কংগ্রেস তাদের ত্রাণ কর্তা ও বিজেপির একমাত্র প্রতিরোধকারী চিন্তা করে বামকে ত্যাগ করে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। সিপিএম যা পেয়েছে তা একেবারে কমিটেড ভোট, ভাসমান ভোট সবই গিয়েছে কংগ্রেসে। তারই ফলে এই বিরাট বিপর্যয় ঘটেছে এবার পঃ বঙ্গে। বামদলগুলি কিন্তু আত্মম্ভরিতায় মগ্ন থাকায় এই তথ্য ধরতে পারেনি।

ওষুধ পাচারের অভিযোগে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এসডিএমও ডাঃ ঘোষ এবং ষ্টোরকীপার কাশী দাস সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে হাসপাতালের দুর্নীতিগ্রস্ত সিপিএমের মদতপুষ্ট কিছু কর্মচারীর তাঁদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আক্রমণ বলে বর্ণনা করেন। ডাঃ ঘোষ জানান, আমরা চোরাই মাল আদৌ পাচার করছি কিনা তা না দেখেই ঐ সব কর্মীরা জনতাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজেদের কুকর্মকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সত্যি কোনদিন চাপা থাকে না; তাই এই ঘটনায় উল্টে ঐ সব কো-অর্ডিনেশনের কর্মী নেতারাই জনগণের কাছে হাস্যাস্পদ হলেন ডাঃ ঘোষ আরও বলেন, চোরাই মালই যদি পাচার করবো তাহলে প্রকাশ্য দিবালোকে নিশ্চয়ই করতাম না। এর আগেও ঠিক একই পদ্ধতিতেই বহুবার ঐসব কনডেমড মাল ঠিকাদারকে দেওয়া হয়েছে, কই তখন তো কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি। আসলে আমি ঐ সব দুর্নীতিবাজ কর্মীদের খবর প্রকাশ করে দিই বলেই ওরা আজ পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের কাজ করলেন। এমন কি আমি পরদিন ২৫ মে যখন দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবীতে থানায় এফ আই আর এর লিখছি, বাইরে থেকে ঐ দুর্নীতিবাজ কর্মীরা এরপর আমাকে আক্রমণ করা হবে বলে শাসিয়ে যান হাসপাতালে দোতলার ঘরে শুয়ে প্রহৃত ষ্টোরকীপার মূলতঃ আরএসপির সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অব্ হেলথের মহকুমা হাসপাতাল ইউনিটের সম্পাদক কাশীরাম দাস তাঁর আঘাতের চিহ্নগুলো আমাদের প্রতিবেদককে দেখাতে দেখাতে বলেন, আমাদের ইউনিট কো-অর্ডিনেশনের দুর্নীতি-বাজ নেতাদের মুখোশ খুলে দিচ্ছিল; তা থেকে নিজেদের আড়াল করতে আজ এই ঘৃণ্য চক্রান্ত। কাশীবাবু থানায় ঘটনার দিন তার কাছ থেকে যাঁরা টাকা ভর্তি ব্যাগ ও সেল অর্ডার ছিনিয়ে নিয়েছে ও জনতাকে তাঁর বিরুদ্ধে অহেতুক ক্ষেপিয়ে দিয়ে মারা করিয়েছে তাদের নামে ২৫ মে এফ আই আর করেন। তাদের মধ্যে হাসপাতালের কো-অর্ডিনেশনের নেতা জয়ন্ত সরকার, মতিউর রহমান, বলরাম দাস, পুরসভার কর্মী ধ্রুবনারায়ণ রায়, পূর্তদপ্তরের কর্মী প্রদীপ পালচৌধুরী, সিপিএম কর্মী চুনী রজক ও সেন্টু মুখার্জীর নাম আছে। কাশীবাবু হাসপাতালের চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাঃ সত্যজিৎ মজুমদার, সার্জেন ডাঃ ওবাইদুর রহমান ও মেডিসিনের ডাঃ যজ্ঞেশ্বর মুখার্জীর চিকিৎসায় আছেন। এদিকে হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার হাসপাতালে তাঁদের নিরাপত্তার ও কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার দাবী জানিয়ে সি এম ও এইচের কাছে অভিযোগ করেন। গত ২৬ মে এস ডি এম ওর নেতৃত্বে ডাঃ মনোরঞ্জন চৌধুরী, ডাঃ সঞ্জীব সাহা ও ডাঃ সনৎ ঘোষ সি এম ও এইচের দায়ীত্বে থাকা ডাঃ মিলন ব্যানার্জী (ডেপুটি—১) ও ডাঃ অমল রায়চৌধুরী (ডেপুটি—২) কাছে সমস্ত অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন। ২৮ মে ঐ দুই ডেপুটি মহকুমা হাসপাতালে ডাক্তারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন বলে খবর। ঘটনার ব্যাপারে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় প্রশাসন কোন ব্যবস্থা না নিলে হাসপাতালের এমারজেন্সী চালু রেখে ডাক্তার ও কর্মীরা সীজ ওয়ার্কের পথে নামতে বাধ্য হবেন বলে এস ডি এম ও ডাঃ ঘোষ জানান। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি নিয়ে সিপিএম বাদে অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত 'হাসপাতাল বাঁচাও কমিটি' যে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন তা কোনদিনই দানা বাঁধতে পারেনি। আন্দোলনের ফলে হাসপাতাল সম্বন্ধে জনমানুষের মধ্যে কেবল একটা চাপা ক্ষোভেরই সৃষ্টি হয়েছিল, যার বহিঃপ্রকাশ এই অপ্রীতিকর ঘটনা। এই ধিক্কারজনক ঘটনার নিন্দায় শুধু মহকুমা শাসক বা মহকুমা পুলিশ প্রশাসকই নয় সিপিএম ব্যতীত সমস্ত বাম ও দক্ষিণপন্থী দলগুলিও সোচ্চার হয়েছে। হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক চিত্ত মুখার্জী বলেন এস ডি এম ও হাসপাতালের চোরদের কুকীর্তি প্রকাশ করে দিতেন বলেই আজ তাঁকে কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা পরিকল্পিতভাবে দোষী সাজাবার চেষ্টা করেছিল। আমরা একটি অরাজনৈতিক মঞ্চ থেকে হাসপাতালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন নামলেও সিপিএম সব সময় দূরে থেকেছে। অথচ আজ দিবালোকে গভর্ণমেন্ট অর্ডারে মাল ঠিকাদারকে দেবার সময় এক অপ্রীতিকর ঘটনা তারাই ঘটালে। সামান্য কারণে সিপিএম থানা ঘেরাও, মহকুমা শাসক অফিস অবরোধ করে; অথচ হাসপাতালে আন্দোলনের নামে পিছিয়ে যায়! এখানে দীর্ঘদিন ধরে কোন রেডিওলজিষ্ট নাই, প্যাথোলজিষ্ট নাই, অর্থোপেডিক সার্জেন নাই—সে ব্যাপারে সিপিএম উদাসীন। ঘটনার দিন রাতে থানা চত্বরে সিপিএমের স্থানীয় শিক্ষক নেতা অরুণ মুখার্জী, সুশান্ত পাণ্ডে ও কো-অর্ডিনেশনের কর্মীরা হাসপাতালের মাল বোঝাই ট্রাক পরীক্ষার সময় হাজির ছিলেন। আমাদের প্রতিবেদক সিপিএমের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগ প্রসঙ্গে বক্তব্য জানতে চাইলে অরুণবাবু বলেন, হাসপাতাল বাঁচাও কমিটি সিপিএমের বিশেষ একজন মানুষকে লক্ষ্য করে আন্দোলন চালায়। তাই আমরা তাদের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

সেরা বিদূষক (২য় খণ্ড) প্রকাশিত হলো

বাইরের গ্রাহকদের রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে পাঠান হচ্ছে। যাঁরা অফিস হতে এর আগে (১ম খণ্ড) নিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের (২য় খণ্ড) ৭ জুনের পর সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যাঁরা গ্রাহক হননি, তাঁরাও ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ১১০ টাকা দিয়ে সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ছাড়াও পাবেন—

দাদাঠাকুরের ত্রয়ী—২০ টাকা, শিবমাহাত্ম্য—১৫ টাকা

কর্মাধ্যক্ষ : জঙ্গিপুর সংবাদ

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন : ৬৬২২৮, এসটিডি ০৩৪৮৩

আম বাগানে রক্তাক্ত মৃতদেহ

ধুলিয়ান : গত ২০ মে সমসেরগঞ্জ থানার প্রতাপগঞ্জের এক আম বাগানে পালটু সেখের রক্তমাখা মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। ঐ বাগানে আম যোগানদার দুই ব্যক্তি পুলিশের কাছে জানায় ঐ গ্রামেরই মোতা সেখ পালটুর ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে ঐ বাগানের মধ্যে হত্যা করে পালায়। পুলিশ মোতাকে পায়নি। সে ফেরার বলে জানা যায়।

বলাকা নাট্য গোষ্ঠীর "জীবন যেমন" মঞ্চস্থ হলো

জঙ্গিপুর : গত ১৭ মে স্থানীয় টাউন ক্লাব হলে বলাকা 'নাট্য গোষ্ঠী' সফলতার সঙ্গে তাঁদের দ্বিতীয় প্রয়াস 'জীবন যেমন' মঞ্চস্থ করলেন। প্রত্যেকটি অভিনেতাই নাট্য চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলেন বলে দর্শকরা জানান। যদিও টিকিট বিক্রির তুলনায় দর্শক ছিল অনেক কম।

গণপ্রহারে একজনের মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠায় পর)

বদলা নিতে ২২ মে পাইপগান, বোমা নিয়ে তারা ঐ একাকায় এসে ঝামেলা শুরু করে ও রাজু সেখ পাইপগান বার করলে স্থানীয় বাজারের লোকদের হাতে সে ধরা পড়ে যায়। গণধোলাই-এ রাজু সেখ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। তার সঙ্গী সালাম সেখকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকীরা পালিয়ে যায়।

আড়তের রাস্তার বেহাল অবস্থা (১ম পৃষ্ঠার পর)

করে এক অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এখানে কোন ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা নেই ফলে মরণাপন্ন রোগী, আসন্ন প্রসবা মায়েরা বা নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছন মানুষ পথে আটকা পড়েন। পূর্ব মহকুমা শাসক এস সুরেশকুমার মিঞাপুরের এই জানজট পরিষ্কার করেন, কিন্তু আবার অবস্থা পূর্ববৎ। বর্তমান প্রশাসন কেউই এদিকে নজর দিচ্ছেন না। এ অভিযোগ স্থানীয় ভুক্তভোগী মানুষের।

জনতার হাতে প্রহৃত (৩য় পৃষ্ঠার পর)

সাথে থাকি না। তবে হাসপাতালে দুর্নীতিরোধে তাঁরাও ভবিষ্যতে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানান। ঘটনার দিন রাতে ক্ষিপ্ত জনতা কাশীবাবুর ম্যাকেঞ্জী পার্কের বাড়ীতেও ইটপাথর ছুঁড়ে বাড়ীর ক্ষতি করে ও অশ্রাব্য গালিগালাজ দেয় বলে কাশীবাবুর স্ত্রী অভিযোগ করেন।

বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণে সমাজ বিরোধীর মৃত্যু

জঙ্গিপুর : গত ১৩ মে রাতে রাধানগর গ্রামের একটি বাড়ীতে ঐ গ্রামের পাঁচজন বোমা বাঁধছিল। হঠাৎ বোমা ফেটে জয়চাঁদ মণ্ডল নামে এক যুবক ঘটনাস্থলে মারা যায়। বাকী চারজন মঙ্গল মণ্ডল, অসিত মণ্ডল, গণপতি মণ্ডল ও মীরচাঁদ মণ্ডলকে আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবৈধভাবে বোমা বাঁধার অপরাধে আহত দর মধ্যে তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদের এই গ্যাংটা জমি দখল, গ্রামবাসীদের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা ইত্যাদি অসামাজিক কাজে ভাড়া খাটে বলে গ্রামবাসীরা জানায়।

AKAI

Colour TV

Tokyo Japan

DEALER :

Bharat Electronics

Raghunathganj ॥ Phone : 66321

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত